সংবাদ

তারিখ ... 25 SEP 2012
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫

# আমলাদের অদূরদর্শিতায় এগুচ্ছে না জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের কাজ

## ● হতাশ শিক্ষানীতি প্রণয়নকারীরা

রাকিব উদ্দিন

এগুচ্ছে না বহুল আলোচিত 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' এর বাস্তবায়ন কাজ। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের অদূরদর্শিতা, অদক্ষতা ও গাফিলতির জালে আটকে পড়েছে শিক্ষানীতি। এটিও অতীতের ৬টি শিক্ষানীতি ও শিক্ষা কমিশনের ভাগ্যবরণ করতে যাচ্ছে বলে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা। যদিও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, শিক্ষা খাতে বাজেট স্বল্পতা এবং এ খাতে বিশেষ বরাদ্দ না থাকায় শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন কার্যক্রম গতি পাচ্ছে না। এটি বাস্তবায়নে মনিটরিংয়ের দায়িত্ব যাদের দেয়া হয়েছে তারাও এ কাজে গাফিলতি দেখাচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় শাখার কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।

আমলাদের (সরকারি কর্মকর্তা) প্রধান করে প্রায় দুই বছর আগে শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের জন্য ২৬টি উপ-কমিটি গঠন করা হলেও আমলারা এ কাজে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করতে পারছে না। তারা দাফতরিক কাজেই বেশি মনোনিবেশ করছে। আমলা ছাড়াও উপ-কমিটিগুলোতে বিশেষজ্ঞ হিসেবে যাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তাদের পরামর্শ ও মতামতকে আমলেই নিচ্ছে না আমলারা। এতে করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছাড়া অর্থাৎ দায়সারাভাবে চলছে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন।

প্রবীণ শিক্ষক নেতা ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যাপক আউয়াল সিদ্দিকী বলেছেন, 'অতীতের সবকটি শিক্ষানীতি পর্যালোচনা করেই আমরা একটি অসাম্প্রদায়িক ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। কিন্তু বাস্তবায়ন কার্যক্রমে আমরা খুবই হতাশ। সরকারের বিশেষ নজর না থাকায় এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম খুবই ঢিলেঢালাভাবে হচ্ছে'। তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'আগামীতে যদি বিএনপি-জামায়াত ক্ষমতায় আসে তারা এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করবে বলে মনে হয় না। কারণ যারা এটি প্রণয়ন করেছে তারাই এর বাস্তবায়ন করছে না'।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, 'শিক্ষানীতির জাতীয় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

## জাতীয় : শিক্ষানীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যেসব বিষয়ের সঙ্গে আর্থিক সংশ্লেষ নেই কিংবা অর্থের প্রয়োজনীয়তা কম আছে, সে বিষয়গুলোকেই এখন বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণ, শিক্ষক নিয়োগের জন্য একটি পৃথক কর্মকমিশন প্রতিষ্ঠা, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতর প্রতিষ্ঠা, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, উচ্চ শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল গঠন, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের কারিকুলাম ঢেলে সাজানোসহ শিক্ষানীতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর বাস্তবায়ন কার্যক্রমই ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

**দুই মন্ত্রণালয়ের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান :** অভিযোগ ওঠেছে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন নিয়ে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন বিষয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও এর স্বপক্ষের প্রচারণাসহ সব সুবিধাই নিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণের ক্ষেত্রেও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ ও মূল্যায়নকে আমলে নেয়া হয়নি। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণের প্রক্রিয়ায় গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ঢিমেতালে এগুচ্ছে।

অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গবেষকরা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন। এ নীতি বাস্তবায়নের প্রায় ৯০ ভাগ দায়দায়িত্বই পড়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওপর। শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবীর সংবাদকে বলেছেন, 'আর্থিক স্বল্পতার জন্য শিক্ষানীতির অনার্থিক বিষয়গুলোর বাস্তবায়নকে এখন বেশি প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে। শিক্ষানীতির আলোকে এবার নবম ও দশম শ্রেণীর পুরো কারিকুলাম পরিবর্তন ও আধুনিকায়ন করা হয়েছে। সার্বিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থাকে একটি কাঠামোতে আনতে শিক্ষা আইন করা হচ্ছে। শীঘ্রই শিক্ষা আইনটি চূড়ান্ত হচ্ছে'। জানা যায়, ২০১০ সালের ৩১ মে শিক্ষানীতি মন্ত্রিপরিষদে অনুমোদন হয়। এরপর এটি বাস্তবায়নে শিক্ষামন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩২ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরে শিক্ষানীতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া তরান্বিত করতে বাস্তবায়ন কৌশল, সুপারিশ, চ্যালেঞ্জ ও সময়সীমা নির্ধারণ করতে গত বছরের ২৬ জানুয়ারি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়নে গঠিত মূল কমিটির প্রথম সভায় ২৪টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়। এর কিছুদিন পর আরও কয়েকটি উপকমিটি গঠন করা হয়। প্রত্যেকটি সাব-কমিটিকে দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে মূল কমিটির কাছে প্রতিবেদন প্রদানের সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়। কিন্তু গত প্রায় দেড় বছরেও সব উপকমিটি রিপোর্ট প্রণয়ন করতে পারেনি। রিপোর্ট জমা দিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় শাখা থেকে বহুবার তাগাদাপত্র দেয়া হলেও কোন সুফল মিলেনি। শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত উপকমিটিগুলোর কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্বে আছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (আইন ও অডিট) রফিকুজ্জামান। তিনি এ বিষয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতেও বিব্রত বোধ করেন। এ বিষয়ে তার বক্তব্য জানতে গতকাল তার দফতরে গিয়ে যোগাযোগ করলেও তিনি কোন মন্তব্য করতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

**সাব-কমিটির কার্যক্রম :** শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের আলোকে মূল কমিটির তত্ত্বাবধানে শিক্ষা আইন, স্থায়ী শিক্ষা কমিশন গঠন, মাধ্যমিক শিক্ষার সমস্যা নির্ধারণ ও মানোন্নয়ন, প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণে পৃথক পৃথক কমিটি গঠন করা হয়েছিল প্রায় দুই বছর আগে। এছাড়া পাঠ্যপুস্তকের মানোন্নয়ন, কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা বিষয়ে পরিকল্পনা, মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন, সাক্ষরতার আন্দোলনকে সফল করা, উচ্চশিক্ষার মান বৃদ্ধি, শিক্ষকদের জন্য কীভাবে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা যায় তা যাচাই করার জন্য আলাদা সাব-কমিটি গঠন করা হয়। সাব-কমিটিগুলোর রিপোর্ট প্রণয়নের পর মূল কমিটির দ্বিতীয় সভায় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের চূড়ান্ত কৌশলপত্র নির্ধারণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু তা করা সম্ভব হয়নি।

**প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণে জটিলতা :** প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে করা অসম্ভব। কারণ প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করতে হলে সরকারি ও বেসরকারিসহ প্রায় ৮০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ এবং অবকাঠামোগত সুবিধা বাড়াতে হবে। এছাড়া বর্তমানে দেশের ২ হাজার ২০০টি নিম্নমাধ্যমিক স্কুল চরম বেহাল অবস্থায় পরিচালিত হচ্ছে। এসব স্কুলে নেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং অবকাঠামো সুবিধা। এসব সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা নিরসনে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, যা এ সরকারের আমলে যোগানো খুবই কঠিন কাজ। এ অবস্থার মধ্যেই গত বছর মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করে ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে দুই শতাধিক বিদ্যালয়ে পাইলট বেসিসে নিম্ন মাধ্যমিক চালুর উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হয়েছে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

জানা যায়, আওয়ামী লীগ সরকার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী একটি অসাম্প্রদায়িক, প্রগতিশীল ও উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ হিসেবে কুদরত-এ-খুদা (১৯৭৪), শামসুল হক (১৯৯৭) কমিটির প্রতিবেদন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০-এর আলোকে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার উদ্যোগ নেয়। ২০০৯ সালের ৪ এপ্রিল জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর (প্রয়াত) নেতৃত্বে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এটি হলো দশম জাতীয় শিক্ষা কমিশন। গত ৩৮ বছরে ৯টি শিক্ষা কমিশন গঠন করা হলেও কোনটিই পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়নি। কারণ অতীতে যারা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিল তাদের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয়নি। ২০০৯ সালে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় এবং বাস্তবায়নের মেয়াদ ধরা হয় ২০১৮ সাল নাগাদ।